মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২৩২

পর্ব-২: ‘ইলম (বিদ্যা) (كتاب العلم)

পরিচ্ছেদঃ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

আরবী

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اتَّقُوا الْحَدِيثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

বাংলা

২৩২-[৩৫] ইবনু ’আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবে। যে পর্যন্ত আমার হাদীস বলে তোমরা নিশ্চিত না হবে, তা বর্ণনা করবে না। কেননা, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যারোপ করেছে (বর্ণনা করেছে), সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নাম নির্ধারণ করে নিয়েছে। (তিরমিযী)[1]

ফুটনোট

[1] য‘ঈফ : তিরমিযী ২৯৫১, য‘ঈফুল জামি‘ ১১৪, আহমাদ ২৬৭৫, য‘ঈফাহ্ ১৭৪৩। তবে শেষের অংশটুকু মুতাওয়াতির সূত্রে প্রমাণিত। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) কিতাবুত্ তাফসীরে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আলবানী (রহঃ) বলেনঃ ইমাম আত্ তিরমিযীর এ সানাদটি দুর্বল। কারণ এর সানাদে ‘আবদুল আ‘লা ‘আস্ সা‘লাবী নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে। তবে ইবনু আবী শায়বাহ্ হাদীসটি সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। যেমন ইবনুল ক্বত্ত্বান বলেছেন এবং মানাভী তা ‘ফায়যুল ক্বদীর’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: একাধিক সানাদ ও একাধিক শাহিদের কারণে ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হাদীসের সত্যতা জানার পর হাদীস বর্ণনা করতে হবে যাতে কেউ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর মিথ্যা আরোপে শামিল না হয়। এ হাদীসে ‘ইলম স্বচ্ছ ধারণাপ্রসূত বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত

করছে। মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য সহকারে অকাট্য ধারণার মাধ্যমে সাক্ষ্য প্রদান করাকে বৈধ বলেছেন যা মূলত হাদীস বর্ণনার চেয়ে সংকীর্ণ। علم ('ইলম) শব্দটি আরো সমর্থন করছে যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লিখনীর উপর নির্ভর করা বৈধ।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=54791

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন